কুঁড়ি থেকে ফুল

যুথিকা বড়ুয়া

(চার)

রাত প্রায় দশটা বাজে। মহুয়াদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস রাস্তায় এসে দাঁড়ায় নিখিলেশ। দ্যাখে, জোৎস্নার উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে আকাশ। শুভ্র মেঘের স্তূপগুলো যেন দৌড়াচ্ছে। ঝুরুঝুরু মৃদু শীতল হাওয়া বইছে। রাস্তায় লোকজন খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। দু'চারটে যাত্রীবাহী ট্যাক্সি হাওয়ার বেগে ছুটে যাচ্ছে। লোকজনও খুব একটা নেই রাস্তায়। শহরের ব্যাপারিরা সব বস্তায় বস্তায় কাঁচা শাক-সব্জি ঠেলাগাড়িতে ভরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার পিছন পিছন যাচ্ছে রিক্সা।

ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে মহুয়া। নিখিলেশ বলল,-"সাজ-গোছ হলো আপনার! অনেক দেরী করে ফেললেন। হাঁটতে শুরু করলে এতক্ষণে অনেকটা পৌঁছি যেতাম।"

শাড়ির আঁচলে গা-টা ঢেকে নিয়ে মহুয়া বলল,-"গেলেই বা, আমরা তো আর হেঁটে যাচ্ছি না।"

গম্ভীর হয়ে নিখিলেশ বলল,-"ম্যাডাম, ক'টা বাজে সে খেয়াল আছে আপনার! এখনও একটা ট্যাক্সি নজরে পড়ল না কোথাও।"

এক পলক দৃষ্টিপাতে মহুয়া লক্ষ্য করলো, মুখে হাসি নেই নিখিলেশের। বিষন্ন দৃষ্টি মেলে সন্ধানি চোখদু'টি ওর চড়কির মতো ঘুরছে চারিদিকে। ওযে ভিতরে ভিতরে অস্থীর হয়ে উঠছে, অস্বস্তি বোধ করছে, সেটা ওর বোধগম্য হতেই প্রচন্ড রাগ হয়। গম্ভীর হয়ে বলল,-"মশাই, এতোই যদি তাড়া ছিল, চলে গেলেই তো পারতেন! কে বলেছিল রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে!"

শাড়ির আঁচলটা টেনে আঙ্গুলে মোড়াতে মোড়োতে বলল,-"কেন যে এলেন, আর কেনই বা চলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন, বুঝতে পারছি না। আসলে, দোষ আমারই। অযথা আপনাকে ডিটেন করে...! নাঃ, আমি বরং ফিরেই যাই নিখিলেশ বাবু!"

মহুয়ার বিষন্নময় মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই মনটা নিমেষে মোমের মতো গলে নরম হয়ে গেল নিখিলেশের। স্বাভাবিক গলায় বলল,-"না, না, তা কি করে হয়! বেরিয়ে যখন পড়েছি, দেখাই যাক্ না! ততক্ষণে আমরা হাঁটতে থাকি। বাইরের আবহাওয়াটাও তো বেশ দারুণ লাগছে! কি সুন্দর ঝুরু ঝুরু মিহিন বাতাস, উর্দ্ধঃ গগনের পশ্চিম প্রান্তর জুড়ে ঝলমল করছে রেশমী জোছনা, তাই না!" বলেই কোণা চোখে তাকায়।

হঠাৎ দৃষ্টি বিনিময় হতেই মুখ টিপে নিঃশব্দে হেসে ফেলল মহুয়া। ইতিপূর্বে উচ্ছাসিত চোখে চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিখিলেশ বলল,-"আচ্ছা, এখানে আশে-পাশে কোথাও কোনো সিনেমা হল্ দেখছি না তো!"

চোখ পাকিয়ে তাকায় মহুয়া। উপহাস করে বলল,-"কেন? যাবেন না কি সিনেমা দেখতে? কিছুক্ষণ আগে তো বাড়ি যাবার জন্যে খুউব ছটফট করছিলেন! এখন দেরী হচ্ছে না আপনার!"

-"কি যে বলেন না! সিনেমা দেখবার এখন সময় কোথায়! আশে-পাশে কোথাও দেখছি না, তাই জানতে চেয়েছিলাম।"
কিছুক্ষণ থেমে বলে,-"আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

মাথা নেড়ে মহুয়া বলল,-"হুঁম্, করুন না! এর জন্য আবার অনুমতি নিতে হয় না কি!"

অস্ফূট হেসে নিখিলেশ বলল,-"আপনি সব সময় এতো গম্ভীর হয়ে থাকেন কেন বলুন তো? এটা কি আপনার হ্যাবিট না অন্যকিছু?"

-"মানে? হোয়াট ইস্ ইওর পয়েন্ট?"

-"না মানে, আমি বলছিলাম, এই যে কথায় কথায় আপনার চটে যাওয়া, মুখ গোমড়া করে থাকা! এসেছি পর্যন্ত আপনাকে প্রাণ খুলে এখনো হাসতেই দেখলাম না!"

খানিকটা গম্ভীর হয়ে মহুয়া বলল,-"তা বলে মানুষ অকারণে হাসে বুঝি! সেটা কিন্তু মোটেই ভালো দেখায় না! স্পেশালী ফর্ ওম্যান!"
বলেই বড় বড় চোখ পাকিয়ে সবিস্ময়ে নিখিলেশের আপাদমস্তক নজর বুলাতে থাকে।

হতস্তত বোধ করে নিখিলেশ। ফিক্ করে বিষন্নময় একটা হাসি হেসে বলল,-"আশ্চর্য্য, হোয়াট্স রং? আপনি অমন করে দেখছেন কি বলুন তো? "

-"না, সেরকম কিছু নয়! তবে ভাবতে আমার ভীষণ অবাক লাগছে!"

-"অবাক লাগছে মানে! খুউব গুরুতরো অপরাধ করে ফেললাম মনে হচ্ছে!"

-'না না, অপরাধ হবে কেন! আমি তো বিশ্বাসই করতে পাচ্ছি না! বাইরে থেকে দেখলে কে বলবে আপনার মস্তিস্কের মধ্যে এত্তো সব কাজ করে!"

-"কেন করবে না? ডাক্তারদের বুঝি হৃদয় নেই? আবেগ-অনুভূতি নেই? আরে বাবা আমিও তো রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ না কি!"

-"বলছেন! আমি তো ভাবলাম, ডাক্তারি করা ছাড়া আপনার আর কিছুই আসে না!"

-"সী, ঠিক এই কথাটিই আমি বলতে চেয়েছিলাম! নাউ কাম্ টু দা পয়েন্ট!"

-"কাম্ টু দা পয়েন্ট, হোয়াট ডু ইউ মীন? আপনি কি বলতে চাইছেন নীলুদা?"

মহুয়ার অস্বাভাবিক মুখায়ব লক্ষ্য করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে নিখিলেশ। ফিক্ করে একটা অস্ফূট হাসি হেসে বলল,-"নাথিং ম্যাডাম!
এবার একটু জোরে পা চালান দেখি!"

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে বালিগঞ্জের সারকুলার রোড্টা পেরিয়ে এসেছিল, খেয়ালই করে নি। হঠাৎ বিকট শব্দে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই দুজনেই
চমকে ওঠে। মহুয়ার মুখের দিকে একপলক চেয়ে নিখিলেশ বলল,-"তা'হলে চলুন, ঘুরেই আসি গিয়ে!"

তক্ষুণি ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারের পিছনের সীটে পাশাপাশি বসে পড়ল দুজনে। ড্রাইভার বলল,-"কাঁহা জায়েঙ্গে সাহাব?"

-"সিধে চলো ভাই। যাতে যাতে রস্তেমে কোই আচ্ছাসা রেষ্টুরেন্ট মিল জায়ে তো হামলোগ উতার জাউঙ্গা!"

-"ও.কে সাহাব। জ্যায়সা আপ কহেঙ্গে!"

ট্যাক্সিটা হাওয়ার গতিতে চলছে। রাস্তার দোকানগুলি তখনও খোলা। গলা টেনে দুজনেই দেখতে লাগল, একটা আভিজাত রেস্তরাঁ কোথাও নজরে পড়ল না। তার পনেরো কুড়ি মিনিট পর সেন্ট্রাল কোলকাতার বিবিডি বাগের গ্রেট-ইষ্টার্ণ হোটেল প্রাঙ্গণে এসে ড্রাইভার বলল,-"সাহাব, আপলোগ ইধার হি উতার যাইয়ে। অন্দরমে আচ্ছাসা এক রেষ্টুরেন্ট হ্যায়। সাথমে কেবিন ভি-ই!"

-"হাঁ, হাঁ, মুঝে মালুম হ্যায়। তুম এহি-ই রুকো।"

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামতেই মহুয়ার স্নিগ্ধ কোমল সতেজতা, নির্মল উচ্ছলতা এবং ওর প্রাণবন্ত পদচারণায় চুম্বকের মতো দৃষ্টি আকষর্ণে নিখিলেশকে এতোটাই চমৎকৃত করলো, বিস্ময়ে ও' একেবারে অভিভূত হয়ে যায়। মনে মনে বলল,-"বাহঃ, বেশ লাগছে তো মহুয়াকে। ঠিক যেন ভুবনমোহিনী হৃদয়হরিনী মায়াবিনি এক বিদূষী নারী। বিধাতা যেন তাঁর অকৃপণ নিপুণতা ঢেলে ওকে গড়েছেন। এ যে নিখিলেশের পরম আকাঙ্ক্ষিত মন-বাসনার এক রূপ। আশ্চর্য্য, ওর স্বপ্নের সেই রাজকুমারীই বটে। তবু যেন বিশ্বাসই হয় না নিজের চোখদু' টোকে।

নিখিলেশ পলকহীন নেত্রে চেয়ে থাকে আর ভাবে, সবটাই কি বাস্তব, না ওর মনের ভ্রম। অথচ এতক্ষণ ওর নজরেই পড়েনি!

কি যেন বলতে চাইছে নিখিলেশ কিন্তু বলতে পারছে না। আকস্মিক কাঙ্ক্ষিত মন-বাসনায় আপাদমস্তক অদ্ভুদ একটা শিহরণে খেলে গেল ওর। জেগে উঠল পুলক। বিকশিত হয় ওর মন-প্রাণ সারাশরীর। অথচ এতকাল বিদেশে একাকী বসবাস করেও কখনো কোনো সুন্দরী শ্বেতাঙ্গ মহিলার সংস্পর্শে যাবার সুযোগই হয় নি ওর। বিশেষ করে প্রণয়মূলক ব্যাপারে ও' একেবারেই আনাড়ী। অতটা এ্যাক্সপার্টও নয়। আর হবেইবা কেমন করে! সুকোমল যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকে একটি একটি করে চোদ্দটি বসন্ত পেরিয়ে এসেও তেমন গহীনভাবে ভাববার অবকাশই পায় নি। অথচ সুদীর্ঘ সাতটি বছরে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো প্রভাব ওর মধ্যে পড়েনি। পড়ন্ত বিকেলে সূর্য্যদেব অস্তাচলে ঢলে পড়লেই গিরগিটির মতো শহরের রঙ বদলায়। সে এক অভিনব বৈচিত্র্যের সমাহারে ছেয়ে যায় শহরের চারদিক। ধীরে ধীরে উন্মোচণ হয়, রহস্যাবৃত রূপ আর চমকপ্রদ রঙের বাহার। অবিরল রঙের ধারায় ঝিকিমিকি আলোর মতো ক্রমশ গাঢ় হয়ে ওঠে। শুধু বস্তুই নয়, ব্যক্তি বিশেষেও। যখন সৌন্দর্য্যের পারিজাত এবং তিলোত্তমা শ্বেতাঙ্গ উর্বশী রমণীর বিমুগ্ধ দর্শণে চুম্বকের মতো আর্কষণ করে প্রতিটি মানুষকে, মানুষের হৃদয়কে। সে এক বর্ণনাতীত মোহময় আর্কষণীয় রূপ, রঙ আর রস। তাতেও কখনোই ওকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। ওর মনকে বিগলিত করতে পারে নি।

কিন্তু আজ মনের অগোচরেই ক্ষণপূর্বের তীব্র ভালোলাগার আবেশ মুহূর্তে স্পর্শ করে ওর হৃদয়কে। জাগ্রত হয়, এক অভিনব অব্যক্ত আনন্দ সঞ্চার হবার একটা তীব্র অনুভূতি। যা পূর্বে কখনোই ঘটেনি। শুনতে পায় ওর প্রাণস্পন্দন। সে এক সম্পূর্ণ নতুন চেতনা, নতুন বিস্ময়। ওকে ক্রমশ উৎসুক্য করে তোলে এক অভিনব ইচ্ছা, আবেগ-অনুভূতি। আর তৎক্ষণাৎই রোমহর্ষক একটি কোমল শিহরণের ধাক্কা এসে লাগল ওর অন্তরের অন্তঃপুরে। ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল নিখিলেশ। মনে মনে বলল,-এর নামই কি প্রেম, ভালোবাসা! ভালোবাসা এতো আনন্দদায়ক! এতো সুখ! ক্ষণপূর্বেও তো কল্পনা করতে পারে নি ও'।

ইতিপূর্বে হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হয়, উচ্ছাসিত মহুয়ার কিছু বলার ব্যকুলতা। ওর চোখমুখে থেকে ঝোরে পড়ছে উল্লাস, আবেগ। অথচ তখন ওরা দুজেনই দুই পৃথিবীর বাসিন্দা। ক্ষণিকের ভালোলাগা ও মুগ্ধতার আমেজ দেহে, মনে ছড়িয়ে পড়লেও দুজনের কেউ কারো মনের খবর কাউকে জানতে দিলো না। মনে মনে অব্যক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও রুচীগত সৌজন্যে ক্ষণিকের সঞ্চিত ভালোলাগার আবেশটুকু এক অদৃশ্য অনুভূতিতে গেঁথে রেখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে নিখিলেশ। অস্ফূট খুশীর আমেজে রাতের গ্রহ তারা নক্ষত্রভরা আকাশের পানে এক পলক চেয়ে পকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগে পুরুষালি মেজাজে টান দিতে দিতে মিশ্রব্যক্তিত্বে ধীর পায়ে এগোতে থাকে।

মহুয়া কিছুই টের পেলো না। নিখিলেশকে এতো কাছে পেয়েও ওর মনকে আজ একটিবারও নাড়া দিলো না। কোনো ভাবান্তর হলো না, অনুশোচনাও হলো না। ও' সম্পূর্ন নির্বিকার। হয়তো

ভুলেই গিয়েছে, একদিন ও'ও নিখিলেশকে মনে-প্রাণে ভালোবেসে ছিল। ওকে একান্ত আপনার করে পাবার আশায় মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়েছিল, মামাতো দিদি শুভ্রার শ্বশুড়ালয়ে। অথচ সেদিন পারেনি, নিজেকে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে। পারেনি, পবিত্র ভালোবাসা শব্দটি মুখফুটে উচ্চারণ করতে। আর পারেনি বলেই মহুয়ার হৃদয় থেকে ওর একান্ত ভালোবাসার ফুলটি অনাদরে ঝোরে গিয়েছিল। অথচ সে কথা আজ ওর একটিবারও মনে পড়লো না। অন্ধ মোহ-মায়ায় আজও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে, হবুস্বামী সুরজিৎকে। সুরজিৎই ওর জীবনের একমাত্র আশা, ভরসা, বিশ্বাস, ভালোবাসা সব। কিন্তু বিধির বিধান খন্ডাবে কে! এ তো মানুষের নিয়ন্ত্রের বাইরে। যা স্বপ্নেও কখনো কেউ কল্পনা করতে পারে নি। কল্পনা করতে পারে নি, সুরজিৎকে ভালোবাসার চরম পরিণতি কত নিষ্ঠুর, কত যন্ত্রণাদায়ক, কত অসহনীয়।

যুথিকা বড়ুয়া ঃ টরোন্ট প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com